নারী আড্ডার মেজাজে

• আনোয়ারা আজাদ

নাহ্, বাড়ি যেতে হবে। আর বসা যাবে না, আমার সালমান খান রেগে বুম্বা হবে। জানো তো মেয়েটাও হয়েছে বাবার মতো, আমি সামনে না থাকলে খেতেই চায় না।

ওহ্ নো, শোনো ক... বন্ধুদের সঙ্গে যখন আড্ডা দিতে আসবে, তখন মেয়ে আর মেয়ের বাবার চিন্তা বাসায় রেখে আসবে। আড্ডায় এসব শুনতে ভালো লাগে না। আসি একটু রিফ্রেশ হওয়ার জন্য, না যতসব ট্র্যাশি কথাবার্তা...।

ট্র্যাশি কথাবার্তা মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন খ...! ক-র চোখ দ্রুত ছোট হয়।

খ কেন ক্ষেপে এভাবে রিঅ্যাক্ট করল সবাই না বুঝলেও গ বুঝতে পারল। কারণ খ আর তার সিচুয়েশন একই রকম। নো বাবা, নো মেয়ে।

খুব জমে উঠেছিল আড্ডা। বুধবার ট যখন সবাইকে তার বাসায় শনিবারের আড্ডার কথাটা জানাল হৈ হৈ করে উঠল বন্ধুরা।

অ্যাই কে কে আসবে? কাকে কাকে বলেছ?

দেখাই যাক না কে কে আসে। বলেছি কয়েকজনকে।

ইচ্ছে করেই ট নামগুলো বলেনি। বললে সচরাচর যা হয় তা-ই হতো। এর নাম শুনলে ও অনুপস্থিত, ওর নাম শুনলে এ অনুপস্থিত। কেউ পরচর্চা বেশি করে, কেউ পরনিন্দা। পরচর্চা অ্যাকসেপট্যাবল বাট নট পরনিন্দা। পরনিন্দা হলেই আসরটা বিষাক্ত হয়ে যায়, গেঁয়ো হয়ে যায়। মনে হয় পঞ্চাশ বছর পেছনে চলে যাওয়া। আরো আছে, নিজেকে বড় করে তোলার জন্য কেউ কেউ আবার...! রবিঠাকুর কি এরা পড়ে না! ...নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান...। আড্ডায় মন খুলে কথা বল ঠিক আছে, তাই বলে মন খুলে পরনিন্দা! ওহ্ নো। বিষয়গুলো কীভাবে এড়ানো যায়, আড্ডায় আসার আগে যদি একটু হোমওয়ার্ক করে নেয়া যায় তাহলে ফল খারাপ হবে না। এ প্লাস পাওয়া যাবে! শিক্ষিত মানুষের আড্ডা বলে কথা!

একজন একজন করে সবাই মোটামুটি উপস্থিত হওয়ার পর বেশ চলছিল। ট্যাবু নিয়ে আলোচনাটা বেশ উপভোগ্যই মনে হচ্ছিল সবার কাছে। নতুন কিছু শোনার জন্য সবারই চোখের তারা একবার স্থির একবার চঞ্চল।

জানো তো, গ্রামে কিছু মাস্তান থাকে। তারা একটা হট্টগোল বাধিয়েই সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করে, লুটপাট করে, রেপ করে...।

অবজেকশন। কে বলেছে তোমাকে এই তথ্য?

অফিসিয়ালি এসব জানা যায় না, কিন্তু আমরা এসব জানি।

শোনো, কিছু সাংবাদিক আছে এসব বেশি বেশি করে লিখে ফায়দা নেয়, গভর্নমেন্টকে বিপদে ফেলার রাস্তা খোঁজে, আর কিছু রাইটার আছে যারা এসব বিষয়কে পুঁজি করে লেখার কাটতি বাড়ায়। লুটপাটের কথা যে বললে, কী লুটপাট করে মাস্তানরা? গরিব মানুষগুলোর বাড়িতে থাকেইবা কি! আর রেপের কথা যদি বলো, মেয়েরা কেন রেপ প্রটেস্ট করার মতো মনোবল ও সাহস সঞ্চয় করে না? কেন শেখে না এসব! শুধু শেখে নালিশ করতে!

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে ফটোসেশন চলল বেশ। এ ওর গলা জড়িয়ে ধরল, কোমর জড়িয়ে ধরল, চামচে করে খাইয়ে দেয়ারও ছবি তুলল। এখান থেকে বাছাই করে ফেসবুকে চলে যাবে সব। ছবি রাখার ওটাই হলো এখন আসল জায়গা। সেই ছবি দেখে যাদের বলা হয়নি তারা রাগে কড়কড় করবে, যা-তা কথা বলে স্ট্যাটাস দেবে...

না না, তুমি এই কথাটা একদম ঠিক বললে না ম।

আমি একমত ম-এর সঙ্গে। ল বলে।

তোমরাই বলো পুরনো কথা কতদিন চলবে? নতুন কিছু শেখ। প্রতিহত করার কৌশল শেখ। তা না যত্তসব, আমার তো রাগ লাগে এসব শুনলে। নিজেদের মর্যাদা কী করে বাড়াতে হয় মেয়েরা সেটাই শিখছে না।

শোনো ম, ঢাকা শহরে বসে এসব লেকচার মানায়। আমার পোস্টিং যখন মাদারীপুরে ছিল, তখন ভয়ানক ভয়ানক রিপোর্ট আমরা পেয়েছি।

ভয়ানক রিপোর্ট তো পেয়েছ, সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর কোনো রিপোর্ট কি তোমার কাছে আছে শুনি!

অ্যাই চল চল খাবার রেডি। ট শোয়া-বসা সবাইকে ঠেলে ওঠায়। আড্ডাটা জমেছিল ট-এর রিডিং রুমে। কেউ একফালি বিছানাটায় শুয়ে ছিল, কেউ চেয়ারে বসা। ম শুয়ে শুয়েই গলা ফাটাচ্ছিল। উঠে বসার পর টের পেল গলার রগে টান ধরেছে।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে ফটোসেশন চলল বেশ। এ ওর গলা জড়িয়ে ধরল, কোমর জড়িয়ে ধরল, চামচে করে খাইয়ে দেয়ারও ছবি তুলল। এখান থেকে বাছাই করে ফেসবুকে চলে যাবে সব। ছবি রাখার ওটাই হলো এখন আসল জায়গা। সেই ছবি দেখে যাদের বলা হয়নি তারা রাগে কড়কড় করবে, যা-তা কথা বলে স্ট্যাটাস দেবে, চাই কি মনে মনে শত্রুও তৈরি হয়ে যাবে।

ট্র্যাশি শব্দটা শোনার পরই ক-র মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ট তাড়াতাড়ি বলে– অ্যাই গ, গান গাও তো, এসব ভালো লাগছে না আর।

এসো শ্যামল সুন্দর আনো তব তাপহরা...। দ্বিতীয়বার বলার আগেই গ গান ধরে, তার সঙ্গে যোগ দেয় ল। এরপর সবাই।

পুরো পরিবেশটাই রিনিরিনি হয়ে যায়।

যা-ই বলো, রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপারই আলাদা।

কেন, নজরুলের গানের ব্যাপার আলাদা নয় কেন? ক বলে।

প মুখ খোলার আগেই গ বলে ওঠে, আচ্ছা নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের পুরো বিষয়টা কেউ জানো নাকি, একটু বলবে। আমি ইদানীং নজরুল সম্পর্কে একটু আগ্রহী হয়ে উঠেছি।

এতদিন কোথায় ছিলেন.. ইদানীং কেন আগ্রহী হলেন ম্যাডাম? কোথায় এখন লাইভ প্রেমের গপ্প শুনব, তা না, এতদিন পর নজরুলের প্রেম নিয়ে...। বই ঘাঁটো, ইন্টারনেটে সার্চ দাও।

তুমি করছ নাকি নতুন প্রেম...!

চাচ্ছি তো... হচ্ছে কই। হা হা হা।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলে গোলাপের পাপড়িতে ছেয়ে যায়।

জানো তো আমার অফিসের এক ছেলে খুব পিছে লেগেছে।

ওহ্ হো, তা তুমি যে বিবাহিত সে জানে না?

খুব জানে, সেও বিবাহিত।

তাহলে আর কি, নতুন কিছু লেখার জন্য শুরু করে দাও। শুধুই প্রেম...।

উঠতে হবে। তোমরা আড্ডা দাও। আমি উঠি।

ক সহ আরো তিনজন একসঙ্গে বের হয়। খ, গ, ল এতক্ষণ চেয়ারে বসা ছিল, জায়গা খালি হলে এবার বিছানায় উঠেই গেয়ে ওঠে– বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে...। ■